গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা
www.dls.gov.bd

বিষয়: স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত ৪ টি স্তম্ভের আলোকে করনীয় বিষয়ক কর্মশালার কার্যবিবরণী

কর্মশালার তারিখ	: ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।
সময়	: সকাল ৯.০০ ঘটিকা – বিকাল ৫.০০ ঘটিকা
কর্মশালার স্থান	: সম্মেলন কক্ষ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
সভাপতি	: ডা: মোহাম্মদ রেয়াজুল হক, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
আয়োজক সংস্থা	: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ।

কর্মশালায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে দেখানো হলো।

১. কর্মশালার সেশনসমূহ:

১.১. উদ্বোধন পর্ব: ডা: মোহাম্মদ রেয়াজুল হক, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা, সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে কর্মশালা উদ্বোধন করেন। তিনি আনন্দের সাথে সভায় জানান যে, অনলাইন/মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ক্যাশলেস ট্রানজেশন করার লক্ষ্যে সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ের সাথে এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে যা খামারী, ব্যক্তি ও প্রতিষ্টানকে ডিজিটাল দক্ষতা ও স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার বৃদ্বির মাধ্যমে দ্রুত সেবা গ্রহন ও পেপারলেস অফিস ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত ৪টি স্তম্ভ সম্পর্কে আরও ধারনা প্রদান করেন এবং স্টক হোল্ডোদের সমস্যার স্মার্ট সমাধানে অগ্রসরমান প্রযুক্তি ব্যাবহার করে স্মার্ট গভর্ন্সেস বাস্তবায়নের ক্ষেত্রগুলো কর্মশালায় বিস্তারিত উপস্থাপন করেন।

১.২. **প্রবন্ধ উপস্থাপন:** জনাব মো: শামীম হোসেন, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (লীভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ), সংযুক্তি- ইনফরমেশন এন্ড আইটি শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা এ কর্মশালা আয়োজনের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত ৪ টি স্তম্ভ বাস্তবায়নে খামারিদের সমস্যা, লাইভস্টক ডাটা ইকোসিস্টেম, সম্ভাবনাময় ও প্রযোজনীয় প্রযুক্তির (ইউজকেইস) বিস্তার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও এনজিও"র ভুমিকা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

১.৩: গ্রুপ ওয়ার্ক: স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত ৪ টি স্তম্ভের বাস্তবায়নে খামারিদের সমস্যা, লাইভস্টক ডাটা ইকোসিস্টেম, সম্ভাবনাময় ও প্রযোজনীয় প্রযুক্তির (ইউজকেইস) বিস্তার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও এনজিও"র ভুমিকা বিষয়ে চারটি দলের আওতায় গ্রুপ ওয়ার্ক পরিচালিত হয়

১.৪. মুক্ত আলোচনা: ডা: এ. বি. এম. সাইফুজ্জামান, পরিচালক, হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা শাখা এবং ইনোভেশন অফিসার, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ সেশনের সঞ্চালক হিসেবে বিদ্যমান আইন/ বিধি/ নীতিমালা পর্যায়ে গ্রহনযোগ্য সংশোধন এনে অধিকতর সেবা বান্ধবকরণ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয় ব্যক্ত করে সভায় মুক্ত আলোচনা আহবান করেন। সভায় নিম্নোক্ত মতামত পাওয়া যায়।

খামারী, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল দক্ষতা ও স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে স্মার্ট নাগরিক গঠন করতঃ কম সময়ে কম জনবল দিয়ে বেশী সেবা দেওয়া বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। যেমন: এমভিসি, এ আই কর্মীর নাম, ফোন নম্বর অনলাইনে সহজলভ্য করে, ডিজিটাল হাট সম্পসারণ ও বেগবান করার উদ্যোগ নেওয়া, ডেইরি ফার্মে সাইলেজ, হে তৈরী অটোমেশন করার উদ্যোগ নেওয়া, কুরবানীর হাট ফেইসবুক পেইজের আপলোডের সাথে সাথে অনলাইন মার্কেটিং/ ডিজিটাল হাটের মাধ্যমে দেশব্যাপি প্রাণি কেনা-বেচা বিষয়ে কেন্দ্রীয় ভাবে এটুআই এর মাধ্যমে করা যেতে পারে মর্মে সভায় বক্তাগন মতামত প্রদান করেন। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারী চিড়িয়াখানা গুলোতে দর্শনার্থীদের জন্য ই-টিকেটিং ব্যবস্থা করা যেতে পরে মর্মে আলোকপাত

করেন। এনিম্যাল ওয়েষ্ট প্রোডাক্ট (রক্ত) বা বাইপ্রোডাক্ট (এবোমেজাম, বুল ষ্টিক ইত্যাদি) প্রোসেসিং প্লান্ট তৈরির মাধ্যমে সারকুলার ইকোনোমি সৃষ্টি ও কর্মসংস্থান বিষয়ে আলোকপাত করেন।

২. সমাপনী পর্ব: মহাপরিচালক(গ্রেড-১), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা এর সভাপতিত্বে উক্ত সেশনটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেশনে মুক্ত আলোচনায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। ডা: এ. বি. এম. সাইফুজ্জামান, পরিচালক, হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন।

৩. ০. কর্মশালায় বিস্তরিত পর্যালোচনার পর ছকপত্রে বর্ণিত সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র.	সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নে
১.	কুরবানীর হাট ফেইসবুক পেইজের আপলোডের সাথে সাথে অনলাইন মার্কেটিং/ ডিজিটাল হাটের মাধ্যমে দেশব্যাপি প্রাণি কেনা-বেচা বিষয়ে কেন্দ্রীয় ভাবে এটুআই এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২.	কর্মকর্তা কর্মচারীদের ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাগজবিহীন সেবা ও অফিস ব্যবস্থাপনা।	
৩.	সকল নাগরিক সেবাকে সংশ্লিষ্ট স্মার্ট আইডির সাথে ইনটিগ্রেশন করে স্মার্ট নাগরিক বিনির্মান	
৫.	বিদ্যমান আইন/ বিধি/ নীতিমালা পর্যায়ে গ্রহনযোগ্য সংশোধন এনে অধিকতর সেবা বান্ধবকরণ।	
৬.	খামারী, ব্যক্তি ও প্রতিষ্টানকে ডিজিটাল দক্ষতা ও স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার বৃদ্বির মাধ্যমে দ্রুত সেবা গ্রহন ও পেপারলেস অফিস ব্যবস্থাপনা।	
৭.	অগ্রসরমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্মার্ট গভর্ন্সেস বাস্তবায়ন।	
৮.	ডেইরি, পোল্ট্রি সহ অন্যান্য খামার সমূহে 4IR প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে খামার ব্যবস্থাপনা অটোমেশন এবং ডিজিটালাইজেশন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রাথমিকভাবে ডেইরি ফার্মে সাইলেজ, হে তৈরী অটোমেশন করার সুপারিশ করা হয়।	
৯.	ক্যাশলেস ট্রানজেকশন করতে অনলাইন ব্যাংকিং এবং মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে মার্চেন্ট একাউন্ট চালুকরন অথবা (Ekpay) এর সাথে ইন্টিগ্রেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ। ইতিমধ্যেই সোনালী পেমেন্টের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।	
১০.	এনিম্যাল ওয়েষ্ট প্রোডাক্ট বা বাই প্রোডাক্ট প্রোসেসিং প্লান্ট তৈরির মাধ্যমে সারকুলার ইকোনোমি সৃষ্টি করা।	

পরিশেষে, গৃহীত সুপারিশসমূহের সফল বাস্তবায়ন কামনা করে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

ডা: মোহাম্মদ রেয়াজুল হক
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।